ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 059 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৫৯ ● কলকাতা ● ১৭ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● সোমবার ● ০২ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

# সাংবাদিককে স্তব্ধ করার চক্রান্ত!

## প্রাণনাশের হুমকি, সম্পত্তি দখলের অভিযোগ –

## প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তায় CID তদন্তের দাবিতে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ সম্পাদক

**নিজস্ব সংবাদদাতা,**
**দক্ষিণ ২৪ পরগনা:**

সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করতে পরিকল্পিতভাবে এক সাংবাদিককে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে ভয়ভীতি, সামাজিক চাপ এবং সম্পত্তি দখলের অপচেষ্টার বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে এল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়েও তীব্র প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

হেদিয়া গ্রামের বাসিন্দা ও সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের অভিযোগ, প্রায় কুড়ি বছর ধরে একটি সংঘবদ্ধ চক্র তাঁকে এলাকা থেকে উৎখাত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, সাংবাদিকতার মাধ্যমে বিভিন্ন অনিয়ম ও সামাজিক বাস্তবতা তুলে ধরার কারণেই তাঁকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, কয়েকজন ব্যক্তি সুপরিকল্পিতভাবে ভাড়াটিয়া দুষ্কৃতীদের সক্রিয় করে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে। নিয়মিতভাবে অচেনা ব্যক্তিদের মাধ্যমে হুমকি, অনুসরণ এবং প্রাণনাশের আশঙ্কা তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে এবং যে কোনও মুহূর্তে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক।

ঘটনার বিষয়ে বারংবার Jibantala Police Station থানার দ্বারস্থ হওয়া সত্ত্বেও অভিযোগ অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপের অভাবেই দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

পরিস্থিতির অবনতির প্রেক্ষিতে অবশেষে তিনি Baruipur Police District পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়ে সমগ্র ঘটনার নিরপেক্ষ CID তদন্ত, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা এবং তাঁর ও পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

স্থানীয় মহলের মতে, একজন কর্মরত সাংবাদিকের নিরাপত্তা প্রশ্নে প্রশাসনের নীরবতা গণতান্ত্রিক পরিসরের জন্য উদ্বেগজনক বার্তা বহন করছে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ এখন সময়ের দাবি বলেই মত অভিজ্ঞ মহলের।

ঘটনা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালেও প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

**পর্ব 218**

### হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

মানুষ যদিও পশু-পক্ষীর ভাষা বোঝে না, পশুপক্ষী মানুষের ভাষা বুঝে যায়। তারা অধ্যয়ন করে মানুষের আভামণ্ডলের। ঐ আভামণ্ডলের উপর মানুষের চৈতন্যের পড়া প্রভাবের সাহায্যে তারা মানুষের ভাষা বুঝে যায়।

**ক্রমশঃ**

# ২৪ লক্ষ মুসলিম অধ্যুষিত তিন জেলায়! দুই ২৪ পরগনায় ১০ লক্ষ পার

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

তালিকায় নাম ছিল ৭ কোটি ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩০ জনের। বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৯ নাম। ফলে সব মিলিয়ে শনিবার পর্যন্ত বাদের হিসাব দাঁড়িয়েছে ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২। খসড়া তালিকায় নাম ছিল ৭ কোটি ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩০ জনের। বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৯ নাম। ফলে সব মিলিয়ে শনিবার পর্যন্ত বাদের হিসাব দাঁড়িয়েছে ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২। ৬ নম্বর ফর্মের মাধ্যমে নতুন যুক্ত হয়েছে ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৬ জনের নাম। ৮ নম্বর ফর্মের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে ৬ হাজার ৬৭১ জনের নাম। শনিবার প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, রাজ্যের মোট ভোটার সংখ্যা ৭ কোটি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৮৪।এসআইআর পর্বের পরে শনিবার বিকালে চূড়ান্ত ভোটার তালিকার আংশিক প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন।এই তালিকায় নতুন করে ৫ লক্ষ ৪৬ হজার ৫৩ জনের নাম বাদ গিয়েছে। তার পরেও কমিশনের বিবেচনাধীন রয়েছে ৬০ লক্ষের সামান্য বেশি ভোটারের নাম। রাতে কমিশন জেলাভিত্তিক তালিকা প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে এই ৬০ লক্ষের মধ্যে ২৪ লক্ষ নাম রয়েছে তিনটি জেলায়। মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং উত্তর দিনাজপুর। ঘটনাচক্রে এই তিনটি জেলাই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। যে অংশ শাসকদল তৃণমূলের ভোটের অন্যতম ভিত্তি। কমিশনের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী মুর্শিদাবাদে বিবেচনাধীন রয়েছে ১১ লক্ষ ১ হাজার ১৪৫ জনের নাম। মালদহে সংখ্যাটা ৮ লক্ষ ২৮ হাজার ১২৭। আর উত্তর দিনাজপুরে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৩৪১। এই তিন জেলায় মোট বিবেচনাধীনের সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৯ হাজার ৬১৩। এ ছাড়াও দুই ২৪ পরগনাতেও বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম রয়েছে কমিশনের আতশকাচের তলায়। উত্তর ২৪ পরগনায় বিবেচনাধীন রয়েছে ৫ লক্ষ ৯১ হাজার ২৫২ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৫ লক্ষ ২২ হাজার ৪২। দুই ২৪ পরগনার বিবেচনাধীন ভোটার সংখ্যা ১১ লক্ষ ১৩ হাজার ২৯৪।

অর্থাৎ এই পাঁচটি জেলায় যে পরিমাণ নাম বিবেচনাধীন তালিকায় রয়েছে, তা মোট নামের ৫০ শতাংশের বেশি। যা ভোটের হিসাবের ক্ষেত্রে 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে মনে করছেন অনেকে। শাসকদল তৃণমূল শনিবার রাত পর্যন্ত এ নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতরও কমিশন প্রদত্ত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের কাজ শুরু করে দিয়েছে। তবে তৃণমূলের অনেকেই একান্ত আলোচনায় জেলাভিত্তিক সংখ্যা দেখে উদ্বেগ গোপন করছেন না।

ঘটনাচক্রে, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মহকুমা বাদ দিয়ে প্রায় সর্বত্রই তৃণমূল শক্তিশালী। আবার গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগনাই কার্যত তৃণমূলের দখলে। কেবল গত বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙড় বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। তৃণমূলের অনেকে মনে করছেন, তাঁদের শক্তিশালী দুর্গেই ৫০ শতাংশের বেশি নাম বিবেচনাধীন তালিকায় রাখা হয়েছে। আবার শাসকদলের অনেকে এত দ্রুত এ বিষয়ে মতামত দিতে রাজি নন। তাঁদের বক্তব্য, বিধানসভাভিত্তিক তালিকা দেখলে এবং আরও নিবিড় ভাবে বুথওয়াড়ি তথ্য ঘাঁটলে পুরো ছবি পরিষ্কার হবে।

তবে এ-ও প্রণিধানযোগ্য, এই ৬০ লক্ষ নাম বিবেচনাধীন। এর মধ্যে থেকে অনেক নাম যেমন একেবারে বাদ যাবে, তেমন অনেক নাম পরের দফার চূড়ান্ত তালিকায় প্রকাশ পাবে। ফলে এই পুরোটাকেই 'বাদ' হিসাবে ধরা ঠিক নয়। তবে রাজনৈতিক মহলের অনেকের বক্তব্য, এই ধরনের পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাম বাদের ক্ষেত্রে জেলাভিত্তিক যে প্রবণতা দেখা গিয়েছে, আপাত ভাবে তা 'অর্থবহ' এবং 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে অভিমত অনেকের।

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নাম বিবেচনাধীন তালিকায় রয়েছে নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান এবং কোচবিহারে। পূর্ব বর্ধমানে বিবেচনাধীন তালিকায় রয়েছে ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫৩৯, নদিয়ায় ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯৪০ এবং কোচবিহারে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ১০৭। এ ছাড়া এক লক্ষের অধিক নাম বিবেচনাধীন তালিকায় রয়েছে এমম জেলার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তাতে রয়েছে জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর, হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম।

## বাংলা জয় নাকি বিপর্যয়, অঙ্কেই আশঙ্কা বিরোধী দলনেতার

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ভোটের দিন বাংলাবাসীকে কী করতে হবে? তারই পরামর্শ দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, "মহারাষ্ট্রে ৫ শতাংশ বেশি ভোট পড়ায় সরকার বদলে গেছে। দিল্লিতে ১০ শতাংশ বেশি ভোটে ক্ষমতা বদলে গেছে। বাংলার ভোটের দিনেও সকলে ছুটি পালন না করে, ভোটদানে এগিয়ে এলে বাংলাটা বাঁচবে।"

রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন দোরগোড়ায়। এই আবহে দলের রণকৌশল-সহ একাধিক সাংগঠনিক কর্মসূচি ঠিক করতে দফায় দফায় বৈঠকে বসছে প্রত্যেকটি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। ঠিক তেমনই বৃহস্পতিবার কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের অতিথি নিবাসে রাজ্য বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের মধ্যে বৈঠক বসেছিল।প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরেই দ্রুত নির্বাচন ঘোষণার দাবি জানালেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, ভোটের জন্য তৈরি পশ্চিমবঙ্গ। তৈরি পরিবর্তনের জন্যও। নির্বাচন কমিশনের কাছে তাঁর দাবি, এ বার বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দেওয়া হোক। শনিবার বিকেলের পর প্রকাশিত হয়েছে প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকায়। সেই তালিকা অনুযায়ী, আপাতত বাদ গেল ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

# বাংলা জয় নাকি বিপর্যয়, অঙ্কেই আশঙ্কা বিরোধী দলনেতার

জনের নাম। খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৯ জন। ফলে সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত বাদের হিসাব দাঁড়াল ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২।

এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, "এখনও ৬০ লক্ষেরও বেশি ভোটার বিবেচাধীন। তাঁদের নথি যাচাই করে দেখবেন বিচারবিভাগীয় আধিকারিকেরা।" তার পরেই শুভেন্দু বলেন, "আমরা চাই যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করুক কমিশন। আমরা চাই দোলযাত্রা এবং হোলির পর নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করুক তারা। পশ্চিমবঙ্গ ভোটের জন্য তৈরি। রাজ্য তৈরি পরিবর্তনের জন্যও।"

# বৈধ ভোটারদের নাম বাদের প্রতিবাদে ৬ মার্চ ধর্মতলায় অবস্থানে বসছেন মমতা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

এসআইআরের খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ নাম। তারপর আনম্যাপড, লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি নামক টোটকা সামনে নিয়ে আসে নির্বাচন কমিশন। যার প্রেক্ষিতে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। অবশেষে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে শনিবার পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন।এছাড়া নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রকাশ হওয়া প্রথম দফার চূড়ান্ত তালিকা বলছে, রাজ্যের মোট ভোটার সংখ্যা এখন ৭ কোটি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৮৪। তার মধ্যে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭০৭ জন নতুন ভোটার। আবার 'ফর্ম ৬' পূরণ করে তালিকায় যুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৬ জন। বাকিরা 'ফর্ম ৮' পূরণ করে তালিকায় যুক্ত হয়েছেন। সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান হল, খসড়া তালিকা থেকেও প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ নাম বাদ যাওয়া। তবে যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের আবার ৬ নম্বর ফর্ম পূরণের সুযোগ থাকছে। অভিষেকের তোপ, 'এসআইআরের পর নির্বাচন কমিশন যে প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে সেটা সুপ্রিম কোর্টের কাছে জমা করব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে এই ধর্নায় বসবেন। সেখান থেকেই পরবর্তী কর্মসূচি উনি নিজেই জানাবেন।'

তাতে বাতিল করা হয়েছে আরও ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জনের নাম। অর্থাৎ, ২০২৫ সালের তালিকার নিরিখে বাদের খাতায় মোট ৬৩ লক্ষেরও বেশি ভোটার। এমনকী ৬০ লক্ষ ভোটার এখনও 'বিচারাধীন' (অ্যাডজুডিকেশন)। এই আবহে এবার ধর্মতলায় ধর্নায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বহু ভোটারের নাম নেই বলে অভিযোগ। এমনকী বৈধ ভোটার বলেই দাবি করা হয়েছে মানুষজনের পক্ষ থেকে। আবার অনেকের নামের পাশেও লেখা আছে 'আন্ডার অ্যাজুডিকেশন'। এই আবহে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা (টার্গেট) বেঁধে দিয়েছিল বিজেপি। খসড়া তালিকা, চূড়ান্ত তালিকা আর বিচারাধীন তালিকা মেলালে প্রায় ওই সংখ্যক ভোটারদেরই নাম বাদ দিতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। এই বিপুল পরিমাণ বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী ৬ মার্চ থেকে ধর্মতলায় ধর্নায় বসবেন।'

অন্যদিকে বিজেপি নেতাদের দেড় কোটি নাম বাদ দেওয়ার 'টার্গেট' কি ঘুরপথে পূরণ করছে নির্বাচন কমিশন? এই প্রশ্ন এখন উঠতে শুরু করেছে বাংলা জুড়ে। নিয়ম মেনে শুনানিতে হাজির হয়ে সব নথি জমা দিয়েও চূড়ান্ত তালিকায় নাম ওঠেনি এমন অভিযোগও সামনে এসেছে। নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে তোপ দেগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য রিচা ঘোষের নাম ভোটার তালিকায় 'বিচারাধীন' রয়েছে। তা হলে তো ভারতের বিশ্বকাপটাই বিচারাধীন। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে চলছে।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই রাস্তায় নেমে রাজনীতি করতে ভালবাসেন। এবারও সেই পথই ধরলেন।

# কোটি নামের টার্গেট ছিল? বুঝিয়ে দিলেন অভিষেক

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

৬০ লক্ষ ভোটারের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় কাটছে না। শনিবার বিকালে চূড়ান্ত তালিকার আংশিক প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। সেখানেই বিবেচনাধীন রয়েছে এই ৬০ লক্ষ ভোটার। যাদের নাম পক্ষান্তরে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলেই অভিযোগ তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রবিবার বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বদের একটি ভিডিয়ো সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। বাকি সব নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। রাতারাতি কোন জাদুবলে ৬০ লক্ষ ভোটার বিচারাধীন হয়ে গেলেন? কার অঙ্গুলিহেলনে এটা হল?" যদিও অভিষেকের এই সকল অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, "সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার আজ আস্ফালন কোথায় গেল? কোর্টেও জিতেছি, ভোটেও জিতব।"তাতে দেখা যায়, শুভেন্দু থেকে সুকান্ত - প্রত্যেকের মুখে একটিই দাবি। বাংলা থেকে বাদ যাবে ১ কোটি ২০ লক্ষ ভোটারের নাম। অভিষেকের দাবি, "কমিশনকে আগে থেকেই টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।" এরপরেই একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেন তিনি। তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের কথায়, "খসড়া তালিকায় ৫৮ লক্ষ নাম বাদ গেল। গতকাল ফর্ম ৭-এর মাধ্যমে আরও সাড়ে পাঁচ লক্ষ

এরপর ৪ পাতায়

## সম্পাদকীয়

### জ্বলছে দুবাইয়ের 'পাম জুমেইরা', মিসাইল আছড়ে পড়ে আগুন

সকালে একযোগে ইরানে আক্রমণ চালিয়েছিল আমেরিকা এবং ইজরায়েল। রাত হতে হতে গোটা উপসাগরীয় অঞ্চলই উত্তপ্ত হয়ে উঠল। যেখানে যেখানে আমেরিকার ঘাঁটি রয়েছে, সেখানে সেখানে হামলা চালাতে শুরু করল ইরান। আর তাতে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। পর পর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছে দুবাই।দুবাইয়ের 'পাম জুমেইরা'র খ্যাতি পৃথিবীর সর্বত্র। সম্পূর্ণ ভাবে কৃত্রিম, মনুষ্যনির্মিত একটি দ্বীপ সেটি, যা দেখতে তালগাছের মতো। মহাকাশ থেকে 'পাম জুমেইরা'কে অপূর্ব দেখায়। ঝাঁ চকচকে বাড়িঘর, হোটেল, শপিং মল এবং বিলাসী জীবনযাপনের জন্যও পরিচিত 'পাম জুমেইরা'। বিত্তশালী ভারতীয়দের কাছেও অত্যন্ত জনপ্রিয় 'পাম জুমেইরা'। সেখানে বাড়ি রয়েছে শাহরুখ খানের, মুম্বইয়ের 'মন্নত'র সঙ্গে মিলিয়ে যার নাম 'জন্নত' রেখেছেন তিনি। টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা, অভিনেতা সোহেল খান, শিল্পপতি মুকেশ আম্বানিরও বাড়ি আছে সেখানে। শনিবার দুবাইয়ের একাধিক জায়গাতেই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। 'পাম জুমেইরা'ও রক্ষা পেল না।আকাশে ছুটে বেড়াচ্ছে ক্ষেপণাস্ত্র। এমন আবহে বুর্জ খলিফা খালি করে দেওয়া হয় আগেই। তবে এবার দুবাইয়ের অভিজাত 'পাম জুমেইরা' ছারখার হওয়ার জোগাড় হল। ক্ষেপণাস্ত্রের টুকরো আছড়ে পড়ে সেখানে বিলাসবহুল হোটেলে আগুন ধরে গিয়েছে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে আকাশ।

গগনচুম্বী অট্টালিকাই এতদিন ছুঁয়ে থাকত দুবাইয়ের আকাশ সীমা। কিন্তু শনিবার যেদিকেই চোখ যাচ্ছে, শুধু আগুন এবং ধোঁয়া চোখে পড়ছে। ধনকুবেরদের আনাগোনা যে পাম জুমেইরা এলাকায়, ইরানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের একটি অংশ সেখানে আছড়ে পড়েছে বলে খবর, যা থেকে আগুন ধরে গিয়েছে বিলাসবহুল হোটেলে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম থেকে সোশ্যাল মিডিয়া, সর্বত্র ওই ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। এবিপি আনন্দ পৃথক ভাবে ওই ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি। তবে 'পাম জুমেইরা'য় আগুন ধরে গিয়েছে বলে জানিয়েছে আমেরিকার।পাম জুমেইরা'র Fairmont The Palm Hotel-এর গা ঘেঁষে ক্ষেপণাস্ত্রের একটি অংশ আছড়ে পড়ে। ক্ষেপণাস্ত্রের অংশ আছড়ে পড়ার ভিডিও-ও ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলীও উঠে আসতে দেখা গিয়েছে। ওই হোটেলের ক্ষতি হয়েছি কি না, স্পষ্ট নয় এখনও পর্যন্ত হোটেলে সরাসরি হামলা করা হয়েছে বলে এখনও পর্যন্ত কোনও পক্ষ থেকেই সরকারি বিবৃতি সামনে আসেনি। তবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে।

## মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**
**(তেত্রিশতম পর্ব)**

মানুষের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন, এক কথায় সবার কাছেই হয়ে উঠেছেন একান্ত আপনজন। সকলের উদ্দেশেই তিনি বলতেন, 'পরের দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের'। সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য মায়ের এই শাশ্বত কথাটি বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের কথা, এখানেও আমরা ঠিক উল্টো পথে হাঁটছি। কারণে অকারণে আমরা কমবেশি সকলেই নিজের দোষ ভাবার চেয়ে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াই বেশি। আজকের দিনে দেশে, সমাজে এবং নিজের নিজের পরিবারে প্রতিনিয়ত যে সব

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

(৩ পাতার পর)

## কোটি নামের টার্গেট ছিল? বুঝিয়ে দিলেন অভিষেক

বাদ গেল।

৬০ লক্ষ এখনও বিবেচনাধীন। মোট সংখ্যাটা ১ কোটি ২৪ লক্ষ। টার্গেট অনেক আগে সেট করে দেওয়া হয়েছে। এই অপদার্থগুলো (বিজেপি) ২০০ টার্গেট পার করতে পারে না, তাই গরিব মানুষকে নির্যাতন করে।" বাংলার ৬০ লক্ষ ভোটার কমিশনের চোখে এখনও বিবেচনাধীন বা বিচারাধীন।

এদিকে নির্বাচন দোরগোড়ায়। একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, তা হলে এই ৬০ লক্ষ ভোটার কি আদৌ ভোট দিতে পারবেন। কমিশন সেই মর্মে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট জারি করে ৬০ লক্ষের মধ্যে বৈধ ভোটার নির্বাচনের আগেই চিহ্নিত করার বার্তা দিলেও সংশয় প্রকাশ করছেন অভিষেক। তাঁর কথায়, "যদি মে মাসের মধ্যে নির্বাচন শেষ করতে হয়, তা হলে আগামী ২০ তারিখের মধ্যে ভোট ঘোষণা করতে হবে। এই ২০ দিনের মধ্যে কি ৬০ লক্ষ ভোটারের মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে?" তাঁর আরও দাবি, "প্রথমে ১৪ লক্ষ কেস অমীমাংসিত ছিল।

## বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

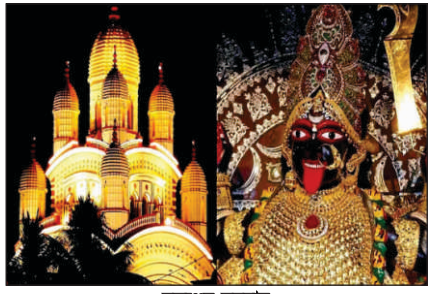

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

মাতৃগণের সৌম্য ও সশস্ত্র, প্রাণঘাতী ও প্রসন্ন রূপের সহাবস্থান থেকে বুঝতে পারি, ভয়াল কালীর সৌম্যরূপের অত্যন্ত সুপ্রাচীন ট্রাডিশন, এ কোনও অর্বাচীন ঘটনা নয়। এবং রামপ্রসাদের ওপরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব যদ্যপি অনস্বীকার্য,

**ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার শক্তিকেন্দ্র হিসাবে ভারতের উত্থান

**১ মার্চ, ২০২৬**

মূল বিষয়সমূহ

* সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা: আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষকে বিনামূল্যে বা ভর্তুকিযুক্ত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এর আওতায় বর্তমানে ১,৮৪,০০০-এর বেশি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৮.৬৩ কোটি ডিজিটাল হেলথ আইডি রয়েছে।

* বিশ্বের ওষুধ ভাণ্ডার: ভারত বিশ্বের ২০% জেনেরিক ওষুধ এবং ইউনিসেফ-এর প্রয়োজনীয় প্রতিষেধকের ৫৫-৬০% সরবরাহ করে। ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের বায়োইকোনমি ৩০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর পথে এগোচ্ছে।

* প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন: এআই ডায়াগনস্টিকস, ড্রোনের সাহায্যে ওষুধ সরবরাহ এবং দেশীয় প্রতিষেধকের ব্যবহার দুর্গম অঞ্চলের মানুষের কাছেও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিচ্ছে।

ভূমিকা

দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে ভারত সাশ্রয়ী ওষুধ এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে এক কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে সরকার সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা: আয়ুষ্মান ভারত

আয়ুষ্মান ভারত হল, ভারত সরকারের একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প যার লক্ষ্য হল, সমাজের আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ও অসহায় মানুষের কাছে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া।

প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (PM-JAY)

এটি সরকারি সাহায্যে পরিচালিত বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প, যা তালিকাভুক্ত পরিবারগুলিকে চিকিৎসার জন্য বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কভারেজ দেয়। বর্তমানে ৪৩৪ মিলিয়নেরও বেশি আয়ুষ্মান কার্ড তৈরি করা হয়েছে।

আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির

দেশের ১,৮৪,২৩৫টি আরোগ্য মন্দিরের সাহায্যে মানুষের বাড়ির কাছেই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এখানে সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি, যোগব্যায়াম এবং অসংক্রামক রোগের স্ক্রিনিং সংক্রান্ত সুবিধাও পাওয়া যায়।

পিএম-আয়ুষ্মান ভারত হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার মিশন (PM-ABHIM)

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে ২০২১ সালে এই মিশনটি শুরু হয়। এর লক্ষ্য হল, জেলা স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত ল্যাবরেটরি, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক এবং রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আইটি-নির্ভর নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ডিজিটাল উদ্যোগ

আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন (ABDM)-এর মাধ্যমে রোগীদের জন্য একটি স্বাস্থ্য পরিচিতি নম্বর (ABHA) তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া, 'টেলি মানস' (Tele MANAS)-এর মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

ড্রোনের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা

আইসিএমআর (ICMR)-এর 'i-DRONE' প্রকল্পের মাধ্যমে মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং হিমাচল প্রদেশের মতো দুর্গম ও পাহাড়ি এলাকায় ভ্যাকসিন এবং জরুরি চিকিৎসা সরঞ্জাম দ্রুত পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (NHM)

কয়েক দশক ধরে এনএইচএম ভারতের জনস্বাস্থ্যের মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে চলেছে।

এইচপিভি (HPV) টিকাদান কর্মসূচি

জরায়ুমুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে দেশব্যাপী এইচপিভি টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, ১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে এই টিকা দেওয়া হচ্ছে।

মিশন ইন্দ্রধনুষ

নিয়মিত টিকাদান থেকে বাদ পড়া শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের সুরক্ষিত করতে ২০১৪ সালে এটি চালু হয়। এর ফলে, দেশে 'জিরো-ডোজ' বা একটিও টিকা না পাওয়া শিশুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)

ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রথম দেশ হিসাবে স্বাস্থ্যসেবায় এআই ব্যবহারের কৌশল (SAHI) গ্রহণ করেছে। যক্ষ্মা শনাক্তকরণ থেকে শুরু করে চোখের যত্ন এবং প্রেসক্রিপশন তৈরির কাজে এআই ব্যবহার করা হচ্ছে।

সাশ্রয়ী ওষুধ সরবরাহ

'প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিযোজনা'র (P M B J P) মাধ্যমে ১৭,৯৯০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে বাজারমূল্যের চেয়ে ৫০-৯০% কম দামে উন্নতমানের জেনেরিক ওষুধ বিক্রি করা হচ্ছে।

ফার্মাসিউটিক্যাল ও বায়োফার্মা ক্ষেত্রে সাফল্য

ভারত বিশ্বের ৭০% অ্যান্টি-রেট্রোভাইরাল ওষুধ সরবরাহ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করছে। ভারতের বায়ো-ইকোনমি গত এক দশকে ১৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিকিৎসা শিক্ষার সম্প্রসারণ

গত ১১ বছরে ভারতে এমবিবিএস সিট ১৩০% এবং স্নাতকোত্তর সিট ১৩৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে বর্তমানে ২,০৪৫টি মেডিকেল কলেজ এবং ২৩টি এইমস (AIIMS) প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

উপসংহার

অতিমারী মোকাবিলা থেকে শুরু করে মেডিকেল ট্যুরিজম হাব হয়ে ওঠা পর্যন্ত ভারতের এই রূপান্তর এক অভাবনীয় সাফল্য। শক্তিশালী জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে ভারত আজ সমগ্র বিশ্বের কাছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এক অনন্য মডেল।

# পশ্চিমবঙ্গে আধার পরিষেবার পরিধি বাড়ানোর ঘোষণা

**কলকাতা, ১ মার্চ, ২০২৬**

ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা ইউআইডিএআই-এর মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক শ্রী ভুবনেশ কুমার আজ আসানসোলে অবস্থিত আধার সেবা কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। এই কেন্দ্রটি সরাসরি ইউআইডিএআই-এর তত্ত্বাবধানে এবং 'প্রোটিয়ান ই-গভ টেকনোলজিস লিমিটেড'-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এখানে সব বয়সের নাগরিকদের আধার নথিভুক্তকরণের পাশাপাশি, সব ধরনের আধার পরিষেবা পাওয়া যায়।

পরিদর্শনকালে শ্রী কুমার কেন্দ্রের সামগ্রিক কাজকর্ম খতিয়ে দেখেন এবং সাধারণ মানুষকে দেওয়া আধার পরিষেবাগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। আধার নথিভুক্তি প্রক্রিয়া, শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেট, ব্যক্তিগত তথ্য সংশোধন এবং মোবাইল নম্বর ও ইমেল আপডেটের পদ্ধতিগুলি তিনি নিজে পর্যবেক্ষণ করেন।

কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, ভিড় সামলানো, পরিকাঠামোগত সুবিধা এবং সরকারি নির্দেশিকা যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে তিনি কর্মকর্তা ও অপারেটরদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এছাড়াও, পরিষেবার মান, স্বচ্ছতা এবং সঠিক সময়ে কাজ হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও কেন্দ্রে উপস্থিত নাগরিকদের মতামত গ্রহণ করেন। জনগণের সমস্যাগুলি যাতে দ্রুত এবং কার্যকরভাবে সমাধান করা হয়, সেজন্য তিনি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

এই সফরকালে পশ্চিমবঙ্গে আধার পরিষেবার সম্প্রসারণের কথা জানানো হয়। আগে রাজ্যের আটটি জেলায় আটটি আধার সেবা কেন্দ্রে ৭২টি নথিভুক্তি কিট (AEK) চালু ছিল। এখন পর্যায়ক্রমে রাজ্যের ২১টি জেলায় কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়িয়ে ২২টি করা হচ্ছে এবং মোট ১৮১টি কিটের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া হবে। এই উদ্যোগের ফলে সাধারণ মানুষ তাঁদের বাড়ির কাছেই আরও সহজে আধার সংক্রান্ত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

পরিদর্শনকালে তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন ইউআইডিএআই-এর রাঁচি আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ-মহানির্দেশক শ্রী অখিলেশ কুমার গুপ্ত, কলকাতা রাজ্য কার্যালয়ের নির্দেশক শ্রী শুভদীপ চৌধুরী, রাঁচি আঞ্চলিক কার্যালয়ের নির্দেশক শ্রী নীরজ কুমার এবং প্রোটিয়ান ই-গভ টেকনোলজিস লিমিটেডের পক্ষ থেকে শ্রী শ্রীজিৎ নায়ার ও শ্রী অপূর্ব চৌধুরী।

ইউআইডিএআই-এর পক্ষ থেকে তথ্যের নিরাপত্তা, গোপনীয়তা রক্ষা এবং কার্যপ্রণালী যথাযথভাবে মেনে চলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের জন্য নিরাপদ, সহজলভ্য এবং জনমুখী আধার পরিষেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই পরিদর্শন পশ্চিমবঙ্গে আধারের পরিকাঠামো শক্তিশালী করার এবং তৃণমূল স্তরে স্বচ্ছ ও উন্নত মানের পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

# আলিপুরদুয়ারে প্রকাশিত হল এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা,বাদ পড়ল সাড়ে এগারো হাজার নাম

**হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা**

দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর অবশেষে আলিপুরদুয়ার জেলার এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। শনিবার জেলা প্রশাসনিক ভবনে আয়োজিত আনুষ্ঠানিকভাবে তালিকা প্রকাশের ঘোষণা করেন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলা শাসক আর. বিমলা।তালিকা প্রকাশের পরই রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা।জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১,৯৬,৬৫১ জন।এর আগে প্রকাশিত খসড়া তালিকায় ভোটারের সংখ্যা ছিল ১২,০৪,২০০ সেই হিসেবে খসড়া তালিকার তুলনায় চূড়ান্ত তালিকায় কিছুটা হ্রাস দেখা গেছে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন আপত্তি,যাচাই ও শুনানির প্রক্রিয়া শেষে এই চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।জানা গেছে,বর্তমানে প্রায় ৮০,৪৯৬ জন ভোটারের নাম এখনও বিচারাধীন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।নির্দিষ্ট অভিযোগ বা নথিপত্র যাচাইয়ের ভিত্তিতে ওই নামগুলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।ফলে ভবিষ্যতে ওই সংখ্যা কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে।চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক ভোটারের সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে।কুমারগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার ২,৬৫,৭০০ জন।কালচিনি বিধানসভায় ভোটারের সংখ্যা ২,৩২,৯৯৫ আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে রয়েছে ২,৪৯,২০৮ জন ভোটার। ফালাকাটা বিধানসভায় ভোটার সংখ্যা ২,৪৯,৮৫৪ জন। অন্যদিকে মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছে ১,৯২,৮৯৪ জন।প্রশাসনের মতে, প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় সমান গুরুত্ব দিয়ে পুনর্বিবেচনার কাজ করা হয়েছে।খসড়া তালিকা থেকে মোট ১১,৬৯২ জনের নাম বাদ পড়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।এদের মধ্যে অধিকাংশই মৃত অথবা অন্যত্র স্থানান্তরিত ভোটার বলে প্রশাসনের দাবি।নিয়ম মেনে তথ্য যাচাইয়ের পরই এই নামগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে বলে স্পষ্ট করা হয়েছে।

তবে শুধু নাম বাদই নয়,নতুন ভোটার সংযোজনও হয়েছে তালিকায়।সদ্য আঠারো বছর বয়স পূর্ণ করা নতুন প্রজন্মের ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই চূড়ান্ত তালিকায়। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, মোট ৪,৪৪৩ জন নতুন ভোটারের নাম যুক্ত হয়েছে। প্রশাসনের দাবি,তরুণ ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তার ফলেই এই সংযোজন।জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ভোটার তালিকা সংশোধনের পুরো প্রক্রিয়াই স্বচ্ছতা বজায় রেখে সম্পন্ন করা হয়েছে।নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপত্তি,দাবি ও সংশোধনের আবেদন গ্রহণ করে তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত বুথভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে বলে দাবি প্রশাসনের।

# সিনেমার খবর

## নতুন বিতর্কে জড়ালেন অভিনেতা সোহম

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

কয়েকদিন পরই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। এর আগেই নতুন বিতর্কে জড়ালেন টালিউড নায়ক ও বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী। তার বিরুদ্ধে ঋণখেলাপির অভিযোগ এনে হাইকোর্টে মামলা করেছেন আরেক অভিনেতা-রাজনীতিবিদ শাহিদ ইমাম।

শাহিদের অভিযোগ, সোহম তার থেকে ৬৮ লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন। ঋণের সামান্য অংশ ফেরত দিলে বাকিটা ফেরত দেননি। এমনিক শাহিদকে নাকি হুমকি দিচ্ছেন সোহম।

তবে সোহম হুমকি দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেছেন, হুমকি দেওয়ার অভিযোগ মিথ্যা। টাকা ফেরত দেব একাধিক বার জানিয়েছি। নির্বাচনের আগে আমায় কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

অভিনয় দুনিয়ায় শাহিদ 'শুভম' নামে পরিচিত। তিনি জানিয়েছেন, সোহমের সঙ্গে তার পরিচয় দীর্ঘদিনের। সেই সুবাদে তিনি ২০২১ সালে অভিনেতা-প্রযোজক সোহমকে ৬৮ লক্ষ টাকা ধার দেন।

শাহিদের কথায়, অভিনয়ের পাশাপাশি সেই সময় আমি তৃণমূল কংগ্রেসের যুবনেতা। ২০২৩ সালে এসএসসিকাণ্ডে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ২০২৩ সালে মুক্তি পান শাহিদ।

তিনি বলেন, সংশোধনাগারে থাকার ফলে আমি টাকা ফেরত চাইতে পারিনি। ২০২৩ সালে জামিন পাই। সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে যোগাযোগ করি সোহমের সঙ্গে। তার থেকে টাকা ফেরত চাই।

শাহিদের কথা অনুযায়ী, সেই সময় দুই দফায় মোট ২৫ লক্ষ টাকা তাকে ফেরত দিয়েছিলেন অভিযুক্ত। তার পরেই তিনি নীরব।

শাহিদের দাবি, দু'বছর অপেক্ষার পর বাধ্য হয়ে সোমবার সোহমের বিরুদ্ধে ঋণখেলাপির মামলা দায়ের করেছি। মঙ্গলবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করি চারু মার্কেট থানায়।

তবে যার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ঋণখেলাপির অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে, সেই অভিযুক্ত সোহম কিন্তু ঋণ নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেননি। বিস্তারিত জানিয়েছেন সে সম্পর্কে।

তিনি বলেন, ২০২১ সালে 'পাকা দেখা' ছবির কারণে ৬৮ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলাম শাহিদের থেকে। তার আরও বেশি টাকা দেওয়ার কথা ছিল। পরে সেটা দেননি। তখন অন্যদের থেকে বাকি টাকা জোগাড় করি। এরপর ২৫ লক্ষ টাকা ফেরত দেন। বাকি ৪৩ লক্ষ টাকাও মিটিয়ে দেব, বার বার বলেছি শাহিদকে। আমার কয়েকটি ছবি আটকে। বাংলা ছবির ব্যবসার অবস্থাও সকলের জানা। ফলে, ছবিমুক্তি না ঘটলে বা হাতে টাকা না এলে কী করে ঋণশোধ করব? শাহিদ আমার অবস্থাটাই বুঝলেন না!

সোহম বলেন, আইনি নোটিশ পেয়েছি। আমার আইনজীবী বিষয়টি দেখছেন। শাহিদ আইনি পথে হাঁটলে আমিও আইনি পদক্ষেপ করব। তবে উনি কোন কালে যুবনেতা ছিলেন, সেটা জানি না। সোহমের আক্ষেপ, সামনে নির্বাচন আসছে বলেই হয়তো পূর্বপরিকল্পিত ভাবে তাকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

## 'দেবদাস' সিনেমার গানে নাচতে গিয়েই কটাক্ষের শিকার ঋতুপর্ণা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বিনোদন জগতের তারকারা কোনো অনুষ্ঠানে মঞ্চে উঠে গান গাইলে কিংবা নাচ করতে উঠলে অনেক সময় কটাক্ষের শিকার হতে হয়। সম্প্রতি নাচ করতে গিয়ে এমন কটাক্ষের শিকার হয়েছিলেন টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

কলকাতার একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন এ বর্ষীয়ান অভিনেত্রী। সেই অনুষ্ঠানে গোলাপি রঙের লেহেঙ্গা পরে 'দেবদাস' সিনেমার 'ধাই সাম রোক লেই', গানের তালে তালে নাচ করেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। আর এ সিনেমায় সেই গানে নাচ করেছিলেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত, যা আজও সমাদৃত একইভাবে।

মাধুরীর সেই বিখ্যাত নাচের স্টেপ কপি করতে গিয়েই এবার রীতিমতো কটাক্ষের শিকার হতে হলো ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে। সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে অভিনেত্রীর নাচের সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই কটাক্ষের শিকার হন। তাকে প্রেশারকুকারে সিদ্ধ হওয়া মাধুরী দীক্ষিত বলেও কটাক্ষ করেন নেটপাড়ার বাসিন্দারা।

সামাজিক মাধ্যমে যে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে— একটি গোলাপি রঙের লেহেঙ্গা, মাথায় ফুলের বেণী, মানানসই গহনা এবং মেকআপ— সব মিলিয়ে চন্দ্রমুখীর সাজে নিজেকে সাজিয়ে তুলেছেন অভিনেত্রী। তার মেকআপ বা প্রসাদ নিয়ে তেমন আলোচনা না হলেও ঋতুপর্ণার নাচ নিয়ে তৈরি হয়েছে তুমুল আলোচনা। এক নেটিজেন লিখেছেন— গাদা গাদা খরচ করে এই প্রোগ্রাম কারা দেখতে যায়? মনে হচ্ছে প্র্যাকটিস হয়নি। আরেক নেটিজেন লিখেছেন—একটা মাস্টারপিসের পিন্ডি চটকাবার কি খুব দরকার ছিল।

অন্য একজন লিখেছেন— মনে হচ্ছে, মিসো থেকে অর্ডার করা মাধুরী দীক্ষিত। ওর নাচ দেখলে মাধুরী দীক্ষিতও অজ্ঞান হয়ে যাবে। সবাইকে সব পারতে হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু এভাবে না নাচলেই পারতেন।

## শাহরুখ-অমিতাভকে নিয়ে কেন কাজ করতে চান, জানালেন পরিচালক

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

লি বাদশাহ শাহরুখ খান কিংবা শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন—বলিউড সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির বড় দুটি নাম— দুই দিকপাল। অনেকের কাছেই তাদের সঙ্গে কাজ করা একপ্রকার স্বপ্নের মতো। বিশেষ করে নতুন পরিচালক ও প্রযোজকদের কাছে তো বটেই। কিন্তু সেই পথে হাঁটতে রাজি নন পরিচালক সুদীপ শর্মা। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ইন্ডাস্ট্রির বড় তারকাদের সঙ্গে কাজ করার প্রতি তার কখনো আগ্রহ জন্মায়নি। কিন্তু কেন? নেপথ্যে রয়েছে কোন কারণ?

আনুশকা শর্মা প্রযোজিত 'এনএইচ ১০' সিনেমার চিত্রনাট্যকার ছিলেন পরিচালক সুদীপ শর্মা । তার পরে

বেশ কিছু জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ লিখেছেন এবং পরিচালনাও করেছেন তিনি। সুদীপ বলেন, বড় তারকার সঙ্গে কাজ করা মানে এক অন্য ধরনের দায়িত্ব। যে দায়িত্ব নিতে তিনি খুব একটা ইচ্ছুক নন।

এ পরিচালক বলেন, শাহরুখ কিংবা অমিতাভের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা আমার কখনো হয়নি। কারণ আমি সব সময়ই নিজের গল্প বলতে চেয়েছি। বড় তারকার সঙ্গে কাজ করতে গেলে অনেক ধরনের দায়িত্ব কাঁধে চলে আসে। সে ক্ষেত্রে ভাবতে হয় তারকাদের অনুরাগীদের কেমন লাগবে। নামি অভিনেতা হলে তাদের ভাবমূর্তি নিয়েও সচেতন থাকতে হয়, যা আমার পক্ষে খুবই কঠিন। কখনো তো এভাবে ভাবিইনি।

তিনি বলেন, তাই কোনো দিনই বড় ও নামি তারকার সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা বা প্রবণতা তৈরি হয়নি। কখনো তার লেখা গল্প বা চরিত্র অনুযায়ী যদি মনে হয় বলিউডের প্রথম সারির তারকাকেই দরকার, সে ক্ষেত্রে কথাবার্তা এগোতে তার কোনো সমস্যা নেই বলে জানান সুদীপ শর্মা।

# অপরাজিত থেকেই সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

অপরাজিত থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলতে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা। টানা সাতটি ম্যাচ জিতলেন রবিবার (১ মার্চ) সুপার এইটের শেষ ম্যাচে জিম্বাবুয়ে ৫ উইকেটে হারিয়েছে তারা।

এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সিকন্দর রাজারা করেন ৭ উইকেটে করেন ১৫৩ রান। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৭.৫ ওভারে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। আগামী বুধবার ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ড মুখোমুখি হবে প্রোটিয়ারা।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভাল হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকার। ১৪ রানে ২ উইকেট হারান মার্করামেরা। ওপেন করতে নেমে অধিনায়ক করেন ৪ রান। আবার ব্যর্থ কুইন্টন ডি কক (০)। পরিস্থিতি সামাল দেন তিন নম্বরে নামা রায়ান রিকলটন এবং চার নম্বরে নামা ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। রিকলটন ৪টি ছয়ের সাহায্যে ২২ বলে ৩১ রান করেন।

ব্রেভিসের ব্যাট থেকে এসেছে ১৮ বলে ৪২ রান। ২টি চার এবং ৪টি ছয় মারেন তিনি। ২টি চার এবং ২টি ছয়ের সাহায্যে ডেভিড মিলার করেন ১৬ বলে ২২। শেষ পর্যন্ত ক্রিজে থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার জয় নিশ্চিত করেন জর্জ লিন্ডে এবং স্ট্রিস্টান স্টাবস। লিন্ডে ২১ বলে ৩০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন। মারেন ২টি চার এবং ১টি ছয়। স্টাবসের ব্যাট থেকে এসেছে ২৪ বলে ২১ রানের অপরাজিত ইনিংস। জিম্বাবুয়ের হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট পান রাজা। একটি করে ইভান্স ও মুজারাবানি।

এর আগে টস জিতে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন রাজা। ২৮ রানে ২ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় গ্রুপ পর্বে অস্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে চমকে দেওয়া জিম্বাবুয়ে। দুই ওপেনার তাদিওয়ানাশে মারুমানি (৭) এবং ব্রায়ান বেনেট (১৫) দ্রুত আউট হয়ে যান। রান পাননি তিন নম্বরে নামা ডিয়ন মেয়ার্স ও (১১)।

চার নম্বরে নেমে দলের ইনিংসের হাল ধরেন অধিনায়ক রাজা। তিনি ২২ গজের এক দিকে লক্ষ্যে অবিচল থাকলেও অন্য দিকে ধারাবাহিক ভাবে উইকেট হারাতে থাকে জিম্বাবুয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলিং আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারেননি রায়ান বার্ল (৫), টনি মুনিয়ঙ্গাও (২)।

রাজাকে কিছুটা সঙ্গ দেন সাত নম্বরে নামা ক্লাইভ মাডান্ডে। তিনি শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন ২০ বলে ২৬ রান করে। তবে দলকে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে দেন রাজাই। ৪৩ বলে ৭৩ রান করেন তিনি। তার ইনিংসে রয়েছে ৮টি চার এবং ৪টি ছক্কা। আর কেউ ব্যাট হাতে বলার মতো কিছু করেননি।

দক্ষিণ আফ্রিকার সফলতম বোলার কোয়েনা মাফাকা ২১ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। ৪০ রানে ২ উইকেট করবিন বসের। ১টি করে উইকেট নেন লিন্ডে, লুঙ্গি এনগিডি এবং অনরিখ নোখিয়ে।

## ভারত থেকে বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট সরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছে আইসিসি

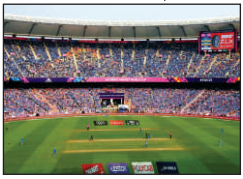

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) ভবিষ্যতে ভারতের ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয়টি ভাবছে। চলমান টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের ভারত সফর বাতিল এবং পাকিস্তানের ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট ঘোষণা জনিত জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিকল্পনা উঠে এসেছে।

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম সিডনি মর্নিং হেরাল্ড'র প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ২০২৯ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি এবং ২০৩১ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপ ভারতের ভেন্যুতে হওয়ার কথা। বিশ্বকাপে ভারত ও বাংলাদেশ সহ-আয়োজক হলেও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ দল ভারতে খেলতে পারেনি। পাকিস্তানও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ না খাওয়ার ঘোষণা দেয়ায় আইসিসি বিপাকে পড়ে। বিষয়টি মীমাংসার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় আইসিসির ডেপুটি চেয়ারম্যান লাহোরে যান। পরে পাকিস্তান অবস্থান পরিবর্তন করায় নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসব ঘটনার পর ক্রিকেট প্রশাসকদের মধ্যে বিস্তৃত বিকল্প পরিকল্পনার আলোচনা শুরু হয়েছে। সূত্রের বরাতে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে রাজনৈতিক বা নিরাপত্তাজনিত জটিলতা এড়াতে ভারতভিত্তিক টুর্নামেন্টের বিকল্প ভেন্যু হিসেবে অস্ট্রেলিয়াকে বিবেচনা করা হতে পারে।

অস্ট্রেলিয়া ইতোমধ্যেই ২০২৮ সালে টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্বে আছে, যেখানে সহ-আয়োজক হিসেবে নিউজিল্যান্ডও রয়েছে। আইসিসি চাইছে, ভবিষ্যতে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো যাতে নির্বিঘ্নে অংশ নিতে পারে, সেই জন্য বিকল্প ভেন্যু নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে।

ক্রিকেটের আর্থিক শক্তির কেন্দ্র হিসেবে ভারত সম্প্রতি বেশিরভাগ বড় টুর্নামেন্টের আয়োজক। তবে আঞ্চলিক প্রতিবেশীদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের কারণে এই আয়োজক স্বত্ব পুনর্বিবেচনার বিষয়ও উঠতে পারে।

## বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার ভরাডুবির কারণ জানালেন পন্টিং

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার হতাশাজনক পারফরম্যান্স নিয়ে কড়া মন্তব্য করেছেন সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিং। তার মতে, বাজে ফর্ম ও ধারাবাহিক চোট-আঘাতই দলের ভরাডুবির মূল কারণ।

জিম্বাবুয়ে ও শ্রীলঙ্কার কাছে বড় ব্যবধানে হারের পর ওমানের বিপক্ষে শেষ ম্যাচ বাকি থাকতেই বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যায় অস্ট্রেলিয়া।

আইসিসি রিভিউতে পন্টিং বলেন, 'এটা খুবই খারাপ একটি প্রচারণা। চোট ছিল, কিন্তু জিম্বাবুয়ের কাছে যেভাবে হারল, ওই ম্যাচটাই তাদের বিশ্বকাপ কেড়ে নিয়েছে।'

তার মতে, কাগজে-কলমে দলটি শক্তিশালী হলেও বড় আসরে আগের মতো আত্মবিশ্বাস ও আধিপত্য দেখা যায়নি।

দলের ব্যর্থতার পেছনে চোটও বড় ভূমিকা রেখেছে। প্যাট কামিন্স ও জশ হ্যাজলউড চোটের কারণে দলে ছিলেন না। আগেই টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট থেকে অবসর নিয়েছেন মিচেল স্টার্ক। ফলে বোলিং আক্রমণে ধার কমে যায় স্পষ্টভাবেই।

এ ছাড়া হ্যামস্ট্রিং সমস্যায় টুর্নামেন্টের শুরুতে পুরোপুরি ফিট ছিলেন না টিম ডেভিড। ব্যাটিংয়ে ক্যামেরুন গ্রিন ও তরুণ কোপার ক্যানোলির পারফরম্যান্সও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।

পন্টিং ইঙ্গিত দিয়েছেন, অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল হয়তো শেষবারের মতো কোনো বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট খেলেছেন। তিনি বলেন,'আমার মনে হয় না ম্যাক্সওয়েল তখন থাকবে। তার ক্যারিয়ার শেষের দিকে।'

অলরাউন্ডার মার্কাস স্টয়নিসের ভবিষ্যৎ নিয়েও অনিশ্চয়তার কথা জানিয়েছেন পন্টিং।

যদিও ২০২৮ অলিম্পিক ও পরবর্তী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বড় রদবদলের ডাক দেননি পন্টিং, তবে তিনি মনে করেন বড় মঞ্চে অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR